দৈনিক বাংলা

00039

তারিখ ... 18/10/84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 7 ...

মেধাবী ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ঋণ প্রকল্প

।। খায়রুল আনোয়ার ।।

দেশের মেধাবী অথচ আর্থিক সামর্থ্যহীন ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করার জন্যে সোনালী ব্যাংক শিক্ষা ঋণ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প প্রবর্তন করেছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ হতে এ প্রকল্প চালু করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

প্রকল্পের আওতায় মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে ইচ্ছুক ছাত্রদের চার থেকে পাঁচ বছর শিক্ষাকালীন সময়ের জন্যে সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হবে। এ ঋণ শিক্ষাজীবন শেষে কর্মজীবনে সহজ কিস্তিতে ও রেয়াতী সুদে পরিশোধযোগ্য হবে।

ঋণের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ মাসিক ছয় শ টাকা হারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একজন ছাত্রের সম্ভাব্য খরচের হিসাবে ঋণমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষা ঋণ প্রবর্তনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সোনালী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানান যে বহু মেধাবী ছাত্র আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে উচ্চতর শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়। অনেকে আবার কিছু আর্থিক সহায়তার আশ্বাসের ওপর ভরসা করে ভর্তি হলেও পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহণ করতে অপারগ হয়। লেখাপড়ার ক্ষতি করে কেউ কেউ আবার টিউশনীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর চেষ্টা চালায়।

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ

মেধাবী ছাত্রদের

(১ম পৃঃ পর)

তিনি বলেন, এসকল অসুবিধা ও সমস্যার কথা বিবেচনা করেই সামর্থহীন মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে এ ঋণ প্রকল্প চালু করা হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ গ্রহণের জন্যে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবেঃ

এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ, তবে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ ও এসএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্ররাও যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণদের এইচএসসিতে কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের প্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর পেতে হবে। আর্থিক সামর্থ্যহীন কোন মেধাবী ছাত্র উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণে সক্ষম না হলেও পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোন ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী অর্জন করলে এ ঋণ পাওয়ার জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। প্রার্থীর অভিভাবকের বার্ষিক মোট আয় ত্রিশ হাজার টাকার বেশি হবে না।

প্রার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, কৃষি কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও টেক্সটাইল কলেজসমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র হতে হবে।

শিক্ষাকালীন সময়ে এ ঋণের ওপর কোন সুদ আদায় করা হবে না। শিক্ষাজীবন শেষে কর্মজীবনের শুরুতে ঋণের ওপর প্রচলিত ব্যাংক রেটে সরল হারে সুদ আদায় করা হবে বলে ব্যাংকসূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, সোনালী ব্যাংক ইতিপূর্বে উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্যে কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করেছে।